টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিণ্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
দাদাঠাকুর)

শীতবস্ত্রের বিপুল আয়োজন
সর্ব্বপ্রকার শাল, আলোয়ান, র‍্যাগ, খদ্দর চাদর এবং গরম কোট ও সার্টের কাপড় আসিয়াছে।
বিভিন্ন মিলের ধুতি, শাড়ী, বোম্বে প্রিন্টেড টেরিকট, টেরিলিনের শাড়ী ও যাবতীয় টেরিকট, টেরিলিন ও সুতী সার্টিং ও কোটিং এর বিরাট আয়োজন।
মুদ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর পোষ্ট অফিসের পার্শ্বে

৫৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৯ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৭৭ ইং 25th Nov. 1970 | ২৭শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ১৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটিই সব অবস্থায় প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লি

৭ই ডিসেম্বর পতাকা দিবস

অবসরপ্রাপ্ত দুস্থ সৈনিক এবং তাদের পরিবারবর্গকে মুক্তহস্তে সাহায্য করুন।

আপনার সর্বপ্রকার আর্থিক দানই অভিনন্দন সহ গৃহীত হইবে।

★ ★ পতাকা দিবস উপলক্ষে জেলা তথ্য এবং জনসংযোগ অফিস, মুর্শিদাবাদ হইতে নিবেদিত।

বি—৩৯/৭০

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

রকম রকম প্রসাদ চাটিনু
পূরিল না মোর আশ,
আয়োজন দেখি বলিনু— ঠাকুর!
দীনে কেন উপহাস?
—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

॥ আঁধি ॥

কথায় আছে আগে ঘর, তারপর পর। নানা প্রদেশে বিভক্ত এই ভারতরাষ্ট্রে প্রদেশগুলির পারস্পরিক মনের গরমিল যে প্রাক স্বাধীনতার দিনগুলিতেই ছিল, তাহা নয়; স্বদেশের রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার দায়িত্ব আপন হাতে পাইয়াও তাহা দূর হইল না। স্বাধীনতা প্রাপ্তির তৃতীয় দশক-কাল চলিতেছে, অথচ দেশের অগ্রগতি কেমন যে হোঁচট খাইয়া চলিতেছে। নীল আরমষ্ট্রং চাঁদের বুকে নামিলেন, লুনাখোদ চন্দ্রপৃষ্ঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; তখন আমাদের মধ্যে চলিয়াছে—বাঁচিবার ভোগ্য সামগ্রীর আরও কত দর বাড়ান যায় তাহার কসরৎ, রাস্তায় রাস্তায় খুন-জখমের মহরৎ ও গদী বহাল রাখার নানা হুজ্জৎ।

কর্ত্তৃত্বের গদীতে বসিয়া বিশ্বজোড়া প্রীতি বিলাইবার জন্য অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রের স্বপ্নালু চাহনি অনেকবার বিশ্বের বাহবা আনিয়া দিয়াছে। তবে সেই বাহবা যে আর কোন দিকে ব্যঙ্গ-আলোক ফেলে, তাহা অনুধাবন করা তেমন কঠিন নয়। একদিকে নাম-কাঙ্গাল সাজিয়াছি, অপরদিকে দেশের গৃহকোণগুলির বিরাট দৈন্য পরিদৃশ্যমান। এই শূন্যতাবোধ সমূলে ধ্বংস যতদিন না হয়, ততদিন স্বপ্ন দেখাই হইবে; আর কিছু নয়।

গলা ছাড়িয়া প্রীতিদানের ব্যবস্থায় কি পাইয়াছি? যাচাই করিবার চোখ থাকিলেও 'যে মোরে মেরেছে বিষে ভরা বাণ, আমি দিই তারে বুকভরা গান...' —নীতি সুস্থ রাজনীতির কিনা বুঝা দরকার। পঞ্চশীল ঘোষণায় আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হইয়াছিল; বন্ধুত্ব চাই, বন্ধুত্ব দান করিব। ভাল কথা। ইঙ্গ-মার্কিণ-রুশপ্রীতি কতটুকু পাইয়াছি? আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়—ইঙ্গ-মার্কিণ প্রেম আমাদের মধ্যে এখনও দানা বাঁধে নাই। সম্প্রতি রুশ-প্রীতি আমাদের বেশী হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি মার্কিণ-প্রীতি অত্যন্ত স্পষ্ট। মধ্যপ্রাচ্য ভারত সম্বন্ধে মাঝে মাঝে বেসুরা গাহে। ধোওয়া তুলসীপাতা রাশিয়ার অকৃত্রিম্ বন্ধুত্ব এই দেশের সহিত। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে রুশ সমরাস্ত্রদান আমাদের প্রতি অকৃত্রিমতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। বলা যায়, ইহাকে ব্যবসায়ের দিক ধরিতে দোষ কী? ভারতকেও কিছু কিছু রুশ সমরোপকরণ দেওয়া হইয়াছে। তবে তাহা কাজে লাগা না লাগার কথা আলাদা। আন্তর্জাতিক রাজনীতির দাবা খেলায় ভারতকে কি খুঁটী করিবার মতলব? প্রেমে যদি গদগদচিত্ত হই, তবে ভিতরের উদ্দেশ্য ধরা যাইবে না।

সংবাদে জানা যায় যে, বহির্বিষয়ক দপ্তর হইতে বলা হইয়াছে যে, ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার বন্ধুত্বের অর্থ এই নয় যে, ভারতমহাসাগরে রুশ-সামরিক নৌ-বহর কোন সুবিধা পাইবে। অসামরিক নৌ-বহরের সুবিধা সুযোগ পাওয়ার কথা আলাদা। সুবিধার মধ্যে ভূত না থাকিলেই মঙ্গল। প্রেমাভিনয়ের অন্তরালে আন্তর্জাতিক রাজনীতির উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য পৃথিবীর তাবৎ বৃহৎ শক্তির প্রতিযোগিতা চলিতেছে ইহা ভাবিবার অবকাশ আছে।

পরের কথা থাক। ঘরের মধ্যেও কি প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? কংগ্রেসের দ্বিমুখী যাত্রা সুবিদিত। নানারাজ্যে রাজনৈতিক সঙ্কট ঘনাইয়াছে। দলবাজি আর স্বার্থবাজি অধুনাতম মন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা নূতনভাবে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন দেখি না। যত মানুষ তত দল, তত হানাহানি। খুন-মৃত্যু অতি সাধারণ বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। দফায় দফায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন এখনও সুরাহার পথ পাই নাই। উপরন্তু এই উদ্বাস্তুদের প্রতি কোথাও বা পৃথক আচরণ চলে। আন্দামানে যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন চলিতেছে, সংবাদে দেখা যায়, তাহাতেও রাজনাতির খেল্। একই স্থানে পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের মাসিক রেশন দেওয়ায় আকাশ-পাতাল বাটা। কেন্দ্রীয় সরকারের ইহা না জানিবার কথা নয়। বাঙ্গালী হইয়া জন্মান কি অপরাধ? এই বৈষম্যমূলক আচরণ যদি স্থানীয় দপ্তরের হয়, তাহার প্রতিবিধান আশু প্রয়োজন। বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান রাখিয়া ওধারে 'সমাজ-তন্ত্র' বলিয়া গগনভেদী চীৎকার শুভপরিণামবাহী নয়।

গদী বহাল রাখার সার্বিক প্রয়াস, খাদ্যের ভেজালে মারণ যজ্ঞের প্রবৃত্তি, ধনকুবেরীতন্ত্রের পরকলায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, প্রাদেশিক উন্নাসিকতা—এই সব রিপু লইয়া সুস্থ রাষ্ট্রগঠন হয় না। সে রাষ্ট্রযন্ত্রে হাজার রকমের বিকলতা দেখা দেয়। অশুভ মনোবৃত্তির দ্রুত পরিসমাপ্তি চাই। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির কাছে কী বলিয়া দাঁড়াইব?

সপ্তাহে ২ দিন সাব-রেজিষ্ট্রার

সাগরদীঘি সাব-রেজিষ্ট্রার অফিস দুই বৎসর হইতে চালু হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই অফিসে বেশ ভিড়ও হয়। কারণ স্থানীয় জনসাধারণ জমি-জমা ক্রয়-বিক্রয় যাবতীয় কাজকর্ম্ম এখানেই সম্পাদন করিয়া থাকেন। প্রথমে একজন সাব-রেজিষ্ট্রার মহাশয় আজিমগঞ্জ অফিসে সপ্তাহে তিনদিন এবং সাগরদীঘি অফিসে সপ্তাহে তিনদিন কাজকর্ম্ম দেখাশুনা করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমানে সাগরদীঘি অফিসে সপ্তাহে দুইদিন এবং আজিমগঞ্জ অফিসে সপ্তাহে চারদিন কাজ করিবেন। ফলে সাগরদীঘি অফিসের কাজকর্ম্ম অনেক শ্লথ গতিতে চলিবে। কারণ যেখানে বিগত ১০ মাসে প্রায় পাঁচ হাজার রেজেষ্ট্রীভুক্ত হইয়াছে এবং এই হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে সেখানে সপ্তাহে তিনদিনের স্থলে দুইদিন অফিস খোলা রাখা জনসাধারণের বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে। সপ্তাহে আরও ২।১ দিন কাজকর্ম্ম বাড়াইলে এবং কিছুদিন পর সপ্তাহে ৬ দিনই যাহাতে অফিসে কাজকর্ম্ম চলে তজ্জন্য স্থানীয় জনসাধারণ দাবী জানায়।

—সংবাদদাতা

সি, পি, এম ১৪ই ডিসেম্বর হরতালের ডাক দিচ্ছেন বলে শুনছি।

—'হর' অর্থাৎ প্রত্যেকে এতে 'তাল' অর্থাৎ সম্মতি দিতে পারবে কি? পেটে ছুরি বসতে কতক্ষণ!

* * *

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার জন্যে বার্ষিক পরীক্ষা-গ্রহণ ব্যাপারে নানা জায়গায় 'সাবধান' জানান হয়েছে।

—'ভেঙ্গেছে দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ময়'!

* * *

ভারত মহাসাগরে মার্কিন-বৃটিশ সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের ব্যবস্থা হচ্ছে বলে শোনা গেল।

—দূর প্রাচ্য অঞ্চলে মার্কিন-বৃটিশ কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস।

* * *

"কোন মানুষ বা কোন দেশ অপরকে ঘৃণা করে বাঁচতে পারে না।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

—বিবেকানন্দ শিলা হতে স্বামীজীর মূর্ত্তি সাগরশায়ী হল বলে।

* * *

পশ্চিমবঙ্গে কী চলেছে জিজ্ঞাসা করায় কাতুখুড়ো বললেন—

'একাধারে হামলাবাজী ও আমলাবাজী আর জনগণের ডিগবাজি।'

* * *

জনৈক শুভানুধ্যায়ীর প্রশ্ন—'আপনার পুত্র হাবা হর্ষবর্দ্ধনের ভূমিকায় বেশ কিছুদিন নামেনি। ব্যাপার কি?'

—'শ্রীমান এখন অকুলীন বোমা ও অশালীন ছুরি নিয়ে হাত সেট করছে।'

* * *

বুড়ো বাপ গিন্নীর কাছে জানলেন পুত্র গেছে ইণ্টারভিউ হচ্ছে বলে। 'হে মা হাজারহাত কালী, চাকরীটা যেন হয়' শুনে গিন্নী বললেন—

'আ ম'লো, ওটা সিনেমা যে!'

রঘুনাথগঞ্জ—বহরমপুর (ভায়া সাগরদীঘি) বাস সার্ভিস

আংশিক বন্ধ

বিগত কয়েক বৎসর হইতে উপরোক্ত বাস সার্ভিস চালু হওয়ায় শহর ও পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের প্রভূত উপকার হইয়াছে। বাসগুলি সাগরদীঘি রেলষ্টেশন স্পর্শ করিয়া বি-ডি-ও অফিসের পার্শ্ব দিয়া রেলষ্টেশনের সন্নিকট লেভেল-ক্রশিং অতিক্রম করিয়া যাতায়াত করিত।

কিন্তু গত কয়েক মাস হইতে ঐ বাস সার্ভিস আর বহরমপুর পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে পারিতেছে না, সাগরদীঘি ষ্টেশনের লেভেল ক্রশিং পর্য্যন্ত আসিয়া পুনরায় রঘুনাথগঞ্জ ফিরিয়া যাইতেছে। কারণ রেল প্রশাসন কর্তৃপক্ষ নাকি তাহাদের লেভেল ক্রশিং আর অতিক্রম করিতে দিবে না বলিয়া হুমকি দিয়াছে এবং বড় বড় লোহার খুঁটি গাড়িয়া দিয়া লেভেল ক্রশিংএর মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। রেল কর্তৃপক্ষের এই হুমকি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার ফলশ্রুতি স্থানীয় জনসাধারণের চরম বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে এবং মনে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছে। আর অপর দিকে জনসাধারণের যে উপকার হইতেছিল, তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

এখন একটা সমস্যা দেখা দিয়াছে যে, সত্যই কি রঘুনাথগঞ্জ বহরমপুর (ভায়া সাগরদীঘি) বাস রুট নাই। যদি না-ই থাকে তবে আর, টি, এ কিভাবে বাস সার্ভিস চালু করার অনুমতি দিলেন আর যদি রুট থাকে তবে তাহা বর্ত্তমানে খর্ব্ব করাই বা হইল কেন? জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এবং আর, টি, এ যৌথভাবে এ ব্যাপারে দৃষ্টি দিলে জনসাধারণের আস্থাভাজন হইবেন বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস।

—সংবাদদাতা

একাল সেকাল

"কান পেতে শুনলে পল্লী মায়ের হৃদ্‌স্পন্দন শুনতে পাবে"—হ্যাঁ সে হৃদ্‌স্পন্দন সুখে শান্তিতে থাকার যে স্পন্দনধ্বনি সেই ধ্বনি তৎকালীন কবিরা শুনতে পেতেন। তাই তাঁরা সকলেই একবাক্যে পল্লী মায়ের গুণকীর্ত্তন করে গেছেন। তখনকার পল্লী ছিল—গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, গোয়ালভরা গরু, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতি।

এখনকার দিনে কবিদের এ সব প্রশস্তি প্রসঙ্গের কথা চিন্তা করলে মনে হবে তাঁরা কি বাতুলতা করে গেছেন। তাঁদের খেয়েদেয়ে কাজ ছিল না, তায় যা মনে হয়েছে তাই লিখে গেছেন। বাস্তবের সাথে কোনই মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে কি করিয়া "কান পেতে শুনলে পল্লী মায়ের হৃদ্‌স্পন্দন শুনতে পাবে"—লিখে বাতুলতায় পর্য্যবসিত হয়েছেন? না—কখনই না, তাঁরা ঠিকই লিখেছেন। শোন না কেন, কান পেতে শোন—কি শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ নাকি গভীর রাতের চোরের সিঁদ্‌ কাটার শব্দ, বাড়ী লুঠতরাজের শব্দ, বন্দুকের গুলি, বোমার আওয়াজ, দুর্বৃত্তের শাণিত অস্ত্রের আমূল বিদ্ধকরণ। ওই যে জটলা পাকাচ্ছে কীভাবে তাদের প্রতিবেশীর সর্ব্বনাশ ডেকে আনবে—সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন, অত্যাচার, পাশবিকতার দ্বারা। গোলাভরা ধান রাখার উপায় নেই—ছিনিয়ে নেওয়ার ভয়ে, পুকুরভরা মাছ রাখার উপায় নেই "ফলিডল" ছিটিয়ে দেওয়ার ভয়ে, গোয়ালভরা গরু রাখার উপায় নেই চুরি করে বিক্রী করে দেবার ভয়ে। সহানুভূতি দেখাবার উপায় নেই বোমার আঘাতে মুণ্ডু খাওয়ার কিংবা বুকে চাকু চালিয়ে দেওয়ার ভয়ে। তাই তো পল্লী মায়ের বুকের স্পন্দন দুরু দুরু করছে, কান পেতে শোন, তার স্পন্দনধ্বনি দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে।

* * এই নিয়েই আমরা এখনও (সুখে) বেঁচে আছি।

বাংলার লোক সংস্কৃতির আলোচনা-চক্র

বাংলার লোক-সংস্কৃতি বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে আগামী ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে একটি আলোচনা চক্রের (সেমিনার) আয়োজন চলছে। পাঁচ দিনে মোট ৬টি অধিবেশনে ১৭টি প্রবন্ধ পড়া হবে। ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, ডঃ প্রবোধকুমার ভৌমিক, ডঃ সুধীররঞ্জন দাস, ডঃ সুধীরকুমার করণ, ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ তুষারকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, শ্রীবিনয় ঘোষ, শ্রীঅমলকুমার দাস, শ্রীহিতেশ সান্যাল, শ্রীশংকর সেনগুপ্ত, শ্রীগোপাল হালদার, শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীসুশীলকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীরাজেশ্বর মিত্র প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ প্রবন্ধ পাঠ করবেন বলে সম্মতি জানিয়েছেন।

প্রস্তাবিত প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে 'বাংলার লোক-সাহিত্য,' 'বাংলার লোক-সংস্কৃতি বিকাশের পশ্চাৎপট,' 'বাংলার লোক ধর্ম,' 'বাংলা লোক সাহিত্যের ভাষা,' 'বাংলার লোক শিল্প,' বাংলার লৌকিক দেব দেবী,' 'বাংলার লোক-সংস্কৃতি ও প্রচার মাধ্যম,' 'পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোক-সংস্কৃতি,' 'বঙ্গের বাহির লোক-সংস্কৃতি,' 'বাংলার লোক-নাট্য,' 'বাংলার লোক-নৃত্য,' 'বাংলার লোক গীত,' বাংলার মৃৎ শিল্প,' 'বাংলার লোক সংস্কৃতি,' ও 'সাম্প্রদায়িক ঐক্য,' আদিবাসী সংস্কৃতি ও বাংলার লোক-সংস্কৃতি,' 'বাংলার লোক উৎসব,' 'বাংলার মন্দির,' ইত্যাদি।

ঐ সময়ে কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে বাংলার লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিষয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। প্রতিটি অধিবেশনের শেষে লোক-গীত, লোক-নৃত্য, লোক-নাট্য পরিবেশন এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

আলোচনা চক্রে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিদের বিশেষ করে লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিষয়ে কর্মরত তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। (প্রেস নোট)

প্রাপ্ত

দেশবন্ধু-যতীনদাস পাঠাগারের বর্তমান অবস্থা

—:০:—

দেশবন্ধু (পরবর্তীকালে দেশবন্ধু-যতীন দাস) পাঠাগার জঙ্গিপুর মহকুমা তথা সমস্ত মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম সুপ্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ পাঠাগার।

একদিন কয়েকটি কিশোর ও যুবকের ঐকান্তিক চেষ্টায় যার প্রতিষ্ঠা হ'য়েছিল, পরবর্তীকালে তা ধন্য হ'য়েছিল অমৃতলাল বসু, সরলা দেবী, হেমন্তকুমার সরকার, জলধর সেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রভৃতি স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও দেশসেবীদের চরণধূলি স্পর্শে।

তারপর, নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে তার অগ্রগতি অব্যাহত ছিল। তাই সরকার যেদিন মহকুমার একটি পাঠাগারকে সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত পাঠাগারে উন্নীত করার পরিকল্পনা নেন, সেদিন দেশবন্ধু-যতীনদাস পাঠাগারই যোগ্যতম ব'লে বিবেচিত হ'য়েছিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, জঙ্গিপুরের (রঘুনাথগঞ্জ) সে পাঠাগার আজ নানা অব্যবস্থা ও ত্রুটির জন্য পতনোন্মুখ। তার ঐতিহ্য প্রায় অবলুপ্ত।

অথচ, এই পাঠাগারের বর্তমান কার্যকরী সমিতিতে আছেন সুযোগ্য ব্যক্তিগণ:—যথা সভাপতি শ্রীজ্ঞানেন্দ্রভূষণ গুপ্ত বি-এল, উকিল, সহ-সভাপতি ডাক্তার শ্রীগৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়, এম-বি-বি-এস, ডি-টি-এম (ক্যাল) ডি, জি, ও, (ডাবলিন), ডি-ও (লণ্ডন), সম্পাদক শ্রীনিমাইচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ শিক্ষক, শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়, বি-এল উকিল, শ্রীবিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, জঙ্গিপুর কলেজ পাঠাগারের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক, শ্রীস্বদেশরঞ্জন আচার্য, বি-এস-সি, (ছুটিতে) গ্রন্থাগারিক, শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ ধর (অস্থায়ী গ্রন্থাগারিক) প্রভৃতি।

কিন্তু দুঃখ হয়, তবুও পাঠাগারের বর্তমান এ দুরবস্থা কেন? উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে,—

(১) পূর্ববর্তীকালে 'দেশ,' 'অমৃত' প্রভৃতি সাপ্তাহিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলো বাঁধিয়ে রাখা হ'তো পরবর্তীকালের আগ্রহী পাঠক-পাঠিকাদের জন্য। বর্তমানে সেই মূল্যবান পত্র-পত্রিকাগুলো নাকি বিক্রি ক'রে দেওয়া হ'চ্ছে কে-জি দরে পুরোনো কাগজের সঙ্গে।

(২) পূর্বকালে পাঠাগারের ইলেকট্রিক বিল উঠ্‌তো মাসে ছ'সাত টাকা। মাঝে যখন শ্রীআচার্য পাঠাগারের ভার গ্রহণ করেন, তখন ইলেকট্রিকের বিল উঠ্‌তো মাসে আঠার উনিশ টাকা, একমাসে তেত্রিশ টাকাও উঠেছে—বিশদ হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল। শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ ধরের সময় মাসিক ২'৫০ হ'তে ১১.০৩ টাকা উঠেছে। তাহাও উল্লেখ করা হলো।

শ্রীআচার্যের কার্যকালে ইলেকট্রিক বিল—১৯৬৮ ডিসেম্বর - ২৫.৭৮, ১৯৬৯—এপ্রিল—১২-৫৯, জুন—১৩-৩৭, জুলাই—২০-৩৯, আগষ্ট—১৮ ৮৫, সেপ্টেম্বর—১১-৪২, অক্টোবর—১৬-১০, ডিসেম্বর—৩৩-৬০ পয়সা, ১৯৭০/ জানুয়ারী—১২-৫৯, ফেব্রুয়ারী—২৩-৯০ পয়সা।

শ্রীধরের কার্য্যকালে ইলেকট্রিক বিল—১৯৭০/ এপ্রিল—২-৬৬, মে—৪-১০, জুন—১১—০৩, জুলাই—৭-৭০, আগষ্ট—৭-৭০, সেপ্টেম্বর—২-৫০ এর কারণ কি?

শোনা যায় শ্রীআচার্য নাকি প্রচার করেন, মুর্শিদাবাদের সমাজ-শিক্ষাধিকারিক তাঁর দাদার বিশেষ বন্ধু। কাজেই পাঠাগারের কাউকে, এমন কি সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতিকেও তিনি গ্রাহ্য করা প্রয়োজন ব'লে মনে করেন না। ইহা সত্য কি?

(৩) অথচ, সরকারী নিয়ম অনুসারে যে পাঠাগারে লাইব্রেরীয়ানকে কাজ ক'রতে হবে আট ঘণ্টা, সেখানে সন্ধ্যেবেলা মাত্র দু'তিন ঘণ্টা পাঠাগার খুলে সভ্যদের বই ইস্যু করা হয় এবং যে ক'জন খবরের কাগজ প'ড়তে আগ্রহী তাঁরা এই সময় এসে কাগজ পড়েন।

(৪) বিকেলে তিনটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত স্থানীয় শিশুদের জন্য শিশুবিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব পাঠাগারের। কিন্তু বর্তমানে তা হয় ব'লে আমাদের জানা নেই।

—ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন

শিশুদের পোলিওর টিকা নেওয়ার ব্যবস্থা করুন

পশ্চিমবঙ্গে এই দ্বিতীয় শিশুদের সংক্রামক পোলিওর টিকা

দেওয়ার ব্যবস্থাঃ— বহরমপুর
নিউ জেনারেল হাসপাতাল
সকাল ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত।

রবিবার ও ছুটির দিন বন্ধ।

২৬শে নভেম্বর ১৯৭০ থেকে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুদের নাম রেজেষ্টারীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যান্য জ্ঞাতব্য জেলা তথ্য ও জনসংযোগ ও মুখ্য স্বাস্থ্য-আধিকারিকের অফিসে জানা যাবে।

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ ৪০/৭০

"শুনছেন"???

—হ্যাঁ আপনাকেই বলা হচ্ছে।

❋ ❋ আপনি এবং আপনার পরিবারের সকলে কি বসন্তের টিকা নিয়েছেন? না নেয়া হলে অবিলম্বে টিকা নিন্ এবং পরিবারের সকলকে টিকা দিন্।

মনে রাখবেন :—

বসন্ত রোগ হলে স্থানীয় স্বাস্থ্য-কর্তৃপক্ষকে খবর দিন। কারণ বসন্ত রোগ ভয়ানক ছোঁয়াচে এবং নিদারুণভাবে মারাত্মক। এ রোগে অন্ধত্ব, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত অসম্ভব নয়॥

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য এবং জনসংযোগ দপ্তর হইতে নিবেদিত।
বি—৩৮/৭০

নোটিশ

মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, বহরমপুর।

এতদ্বারা সকল স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে নোটিশ দেওয়া যাইতেছে যে নিম্নে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ্ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্কে বন্ধক দিয়া দীর্ঘমেয়াদী ঋণের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। এই বিষয়ে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে তবে ২৫।১২।৭০ তারিখের মধ্যে যে কোন দিন অফিস কার্য্যকালে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সহিত উপরে উল্লিখিত অফিসে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের আপত্তির বিষয় অবগত করাইবেন।

যে সকল জমি বন্ধক দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে তাহার বিবরণ :—

দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা এবং প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ	থানা	পরগণা	তৌজি নং	রেঃ সাঃ নং	জে, এল নং	মৌজা	খতিয়ান নং (হাল)	সম্পূর্ণ দাগ নং সমূহ (হাল)	পরিমাণ এঃ শতক	দেয় খাজনা	খতিয়ানে উল্লিখিত মালিকের নাম
থরু সেখ গ্রাম আদমপুর, থানা নবগ্রাম জেলা মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ২২০০ টাকা	নবগ্রাম	গোয়াস	৫২৩	১৮১	১১৬	দফরপুর	৪৮১	১৬৪৫, ১৮৪৩, ১৮৫৩	১·৫৭	৩·৩১	থরু সেখ
	”	”	”	”	”	”	৩১৮	২৩৩৩ ২৩৩৪	০·৭৪	০·৭৫	খোরমানী সেখ
১। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মণ্ডল ২। শ্রীনিরঞ্জন মণ্ডল ৩। শ্রীশম্ভুনাথ মণ্ডল গ্রাম টিয়াডাঙ্গা, থানা নবগ্রাম জেলা মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ৫৪০০ টাকা	নবগ্রাম	বারবাকপুর	৪৪	২০৩	১৯	টিয়াডাঙ্গা	৬৯	১৩০, ১৪৯, ১৭৮, ১৮৬, ১৮৮, ৩১৫	৬·০৮	২১·৩৪	১। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মণ্ডল ২। শ্রীনিরঞ্জন মণ্ডল ৩। শ্রীশম্ভুনাথ মণ্ডল
শ্রীবিরিঞ্চিকুমার প্রামানিক গ্রাম সমসাবাদ, থানা সাগরদীঘি জেলা মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ১০০০ টাকা	নবগ্রাম	বিহরোল	৪৫৬	১২	৩৯	শুকী	৪৩৫	৪২৯, ১০৫০, ১১২০	২·০৪	৬·৭৫	বিরিঞ্চিপদ প্রামাণক

১৭-১১-৭০ মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং কমিটির পক্ষে **N. Banerjee,** ম্যানেজার

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসীলিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন**, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পঞ্চম পৃষ্ঠার জের

ইত্যাদি বহুবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা লোক মুখে শুন্‌তে পাওয়া যায়। এ সব অভিযোগ সত্য কি না তা স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং পাঠাগারের সুযোগ্য পরিচালকসমিতি অনুসন্ধান ক'রে দেখে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ক'র্‌লে, হয় তো, পাঠাগার তার পূর্ব ঐতিহ্য ফিরে পেতে পারে। এই আশায় আজকের এই আলোচনা। ইতি—

—পাঠাগারের জনৈক **শুভাকাঙ্ক্ষী**

রঘুনাথগঞ্জ আথুয়া রাস্তায় মোটরবাস আবশ্যক

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও রঘুনাথগঞ্জ শহর হইতে আথুয়া পর্য্যন্ত মোটরবাস চলাচল করার ব্যবস্থা করিলে ঐ অঞ্চলের সিমলা, সিদ্ধিকালী, রমনা, জামুয়ার, বাহাদাডাঙ্গা, দক্ষিণগ্রাম, বন্যেশ্বর, জিনদীঘি, তাঁতিবিড়ল, সের, জাগলাই, আথুয়া, বেলাইপাড়া, মাঠখাগড়া প্রভৃতি গ্রামসমূহের অধিবাসিবৃন্দের যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইবে। উক্ত বিষয়ে আমরা মুর্শিদাবাদ জেলার মাননীয় জেলা-শাসক ও আর-টি-এর সেক্রেটারী মহাশয়দ্বয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭০

১৫/৬৯ স্বত্ব ডিঃ এমদাদুল হক দেঃ নুহুর সেখ দিং দাবি ২৯-৮৪ পয়সা থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে উমরপুর ২৭ শতক জমির কাত ৩/০ আঃ ১০০৲ খং নং ২৪০

২১/৬৯ মনি ডিঃ মমেদা খাতুন দেঃ নৈমুদ্দীন সেখ দাবি ২০৮-৮০ পয়সা থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জয়রামপুর ৩৫ শতক জমির কাত ৪৷৵৬ তন্মধ্যে ১৫৷০ শতক আঃ ২০০৲ খং নং ৫৪৩ রায়ত স্থিতিবান

১ অন্য/৭০ ডিঃ সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেঃ আসমা বেওয়া দাবী ১৮৯-০০ থানা সুতী মৌজে সুতী ৫৯ শতকের কাত ১১/০ খং নং ৫৭০ ২নং লাট থানা ঐ মৌজে শ্রীরামপুর ১'০০ শতক মধ্যে ৩৪ শতক খং নং ৪২

৪ অন্য/৭০ ডিঃ সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেঃ বিধুভূষণ দাস দাবি ২৬১-৭০ পয়সা থানা সুতী মৌজে ফতেপুর ৭১ শতকের কাত ৫৫৭ পাই খং নং ৫০৭ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ১৬ শতকের কাত ১১/৫ পাই আঃ ২৫০৲ খং নং ৫০৬

এডিসনাল মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭০

১/৬৯ মনি ডিঃ পশুপতি সরকার দেঃ সামসুদ্দিন সেখ দাবী ২৩৮৫-৮৮ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাড়ালা ৫-১২ শতকের কাত ১৫৷৶৩ তন্মধ্যে ১-৩০ শতকের কাত হারাহারি মতে ৪৲ টাকা আঃ ১০০০৲ খং নং ৩০৩২